সুললিত ইতিহাস।

অর্থাৎ

শকুন্তলার উপাখ্যান।

শ্রীরামলাল মিত্র প্রণীত।

কলিকাতা।

সিমুলিয়া শুঁড়িপাড়ার গলিতে
৪ নং ভবনে বিক্রেয়
মূল্য ।৵৹ মাত্র।

আংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯১০

ভূমিকা।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" নামে প্রসিদ্ধ নাটকের ইতিহাস অতি মনোহর এই নিমিত্ত অনেকেরই তাহা পাঠ করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ তাঁহা দিগের পক্ষে ঐ গ্রন্থ অনায়াসে বোধগম্য হইবার বিষয় নহে। অতএব তদীয় ইতিহাস অবলম্বন করিয়া আমি এই পুস্তক লিখিলাম।

সংস্কৃত গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিলে তাহার রমণীয়তার হ্রাস হইতে পারে এই নিমিত্ত যে সকল অংশ দুরূহ ও অসংলগ্ন তৎ সমুদয় পরিত্যাগ করা গিয়াছে এবং কোনং স্থানে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থে প্রস্তাব বাহুল্য করা গিয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ে প্রবৃত্তশীল তাঁহাদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা প্রকটন করিতে সাহসী হইলাম।

শ্রীরামলাল মিত্র।

কলিকাতা।
১২ চৈত্র সম্বৎ ১৯১০।

সুললিত ইতিহাস।

শকুন্তলা।

পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্র নামে এক মহাপ্রভাব রাজর্ষি ছিলেন। তিনি নিরন্তর ব্রহ্মাসনে অধ্যাসীন হইয়া যোগসাধন করিতেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার কঠোর তপস্যাতে সাধ্বসাপন্ন হইয়া তপোবিঘ্নার্থে মেনকা নাম্নী স্বর্গবাসিনী বারকামিনীকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। মেনকা বসন্তোদয় রমণীয় সময়ে ভুবন মনোরম বেশধারণ করিয়া মুনি সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুনিবর তাঁহার রূপলাবণ্যাবলোকনে স্মরাতুর হইয়া তাঁহার সহিত বিষয়োপভোগে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। পরাৎপর পরমেশ্বরের মহিমা বিস্মরণ পুরঃসর ভগবান্ কুসুমায়ুধের বশম্বদ হইলেন। ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনার্থে অবচিত পুষ্প সকলে বারাঙ্গনার অঙ্গাভরণ করিলেন। নারায়ণোদ্দেশে ঘৃষ্ট শ্রীখণ্ডরসে বারবনিতার শরীর সুবাসিত করি-

লেন। এই রূপে কিয়ৎকাল বিগত হইলে মেনকা আপন্নসত্ত্বা হইলেন এবং দৈবযোগে মুনির জ্ঞান মিহিরোদয়ে মোহতিমির বিনষ্ট হওয়াতে কোপ-লোহিত লোচনে মেনকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "অরে পাপীয়সি তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা করিলি নিমেষ মধ্যেই ভস্মাবশেষ করিব" মেনকা অভিশাপ ভয়ে দাবানল পরিবৃতা হরিণীর ন্যায় কম্পিত কলেবরা ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া পলায়ন পরায়ণা হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এবং একটি সুরূপা কন্যা প্রসব করিয়া তাহাকে নির্জ্জন কাননে পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অমরভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ ত্যক্তকন্যা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অনুকম্পাক্রমে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত এক শকুন্ত কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হওয়াতে তাহার নাম শকুন্তলা হইল। কতিপয় দিবস অতীত হইলে হিরণ্যারণ্য নিবাসী ভগবান্ কণ্বমুনি ফলান্বেষণে বিপিন মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ নিঃসহায়া রোদমানা কন্যাটিকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং স্নেহ প্রবৃত্ত স্বভবনে আনিয়া পিতৃভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা মুনি গৃহে পরিরক্ষিতা হইয়া সিতপক্ষীয়া সুধাংশুর কলার দিনং বর্দ্ধমানা হইলেন। কালক্রমে তাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইল। যে কালে শরীর শোভাধিক্য সহকারে হাব ভাব হেলা প্রভৃতি সাত্বিক বিকারের আবির্ভাব হয়। পরন্তু শকুন্তলা যদিও স্বকীয় লাবণ্য পুষ্টি বিষয়ে সমধিক যত্নবতী ছিলেন না এবং মুনি কন্যাগণের রীত্যনুসারে বৃক্ষ বল্কল পরিধান করিয়া প্রতিদিন আশ্রমস্থ তরুণ তরু সকলে জলসেচন করিতেন তথাপি তাঁহার স্বভাবজা রূপমাধুরী শৈবলবেষ্টিতা সরোজিনী এবংকলঙ্কদূষিত সুধাকরের ন্যায় অধিকতর সৌন্দর্য্য শালিনী হইয়া ছিল। অধিকন্তু তিনি অত্যন্ত প্রিয়ম্বদা ছিলেন তাহাতে তপোবনবাসি বাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন ও স্নেহ করিত।

এতদ্দেশীয় অধুনাতন মহিলাগণ যে প্রকার অন্তঃপুর নিরুদ্ধ থাকে এবং বিদ্যামৃত রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয় পূর্ব্বকালে এই রীতি ছিল না। ইহার প্রমাণ ভূরিং প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব শকুন্তলা কণ্বমুনির নিকেতনে বাস করিয়া বিবিধ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন এবং সাতিশয় মেধা-

বিনী ছিলেন এই নিমিত্ত অচিরে বিদ্যাবতী হই-
লেন।

শকুন্তলা পরিণয়োচিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভগবান্ কণ্ব পালিতা দুহিতার প্রতি স্নেহাধিক্য প্রযুক্ত অনুরূপ বরান্বেষণে নিরন্তর যত্নশীল ছিলেন। পরে রাজা দুষ্মন্তের সহিত তাঁহার যে প্রকারে সম্মেলন ও বিবাহ হয় তদ্বিবরণ অতি অপূর্ব্ব এই নিমিত্ত বিস্তারিত রূপে লেখা শ্রেয় বোধ করিলাম।

হস্তিনানগরে দুষ্মন্ত নামা এক সুশীল ও নীতিপরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি একদা মৃগয়াভিলাষী হইয়া চতুরঙ্গিণী বাহিনী সমভিব্যাহারে অটবী মধ্যে প্রবেশ করতঃ এক ভয়ক্রন্ত বাতায়ুর পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া ক্রমে২ হিরণ্যকাননের সমীপে উপনীত হইলেন। দৈবযোগে কণ্বমুনির দুইজন শিষ্য সমিদাহরণার্থে তথায় আসিয়াছিল। তাঁহারা মৃগমারণোদ্যত নরপালের জিঘাংসা প্রবৃত্তি দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন "হে নরনাথ। আপনি কি নিমিত্তে এই নির্দ্দোষ প্রকৃতি কুরঙ্গমের ললিত শরীরে শতকোটি তুল্য শর প্রক্ষেপণ করিতেছেন। অজিনযোনিগণ আমাদিগের তপোবনে বাস করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইলে ঋষিতনয়া গণের কোমল

করপ্রদত্ত নীবারাঞ্জলি দ্বারা উদর পূরণ করে তৃষ্ণার্ত্ত হইলে যদৃচ্ছালব্ধ সলিল পানে পিপাসা নিবৃত্তি করে নিদ্রাতুর হইলে আশ্রমস্থ মহীরুহ মূলে নিরাশঙ্ক মনে শয়ন করে ইহারা আপনার অশ্ব রথ গজ শোভিনী প্রাসাদ শ্রেণী, বিবিধ মণি ভাসুর সিংহাসন, এবং সুবিস্তার রাজ্য প্রভৃতির কদাপি হিংসা করে না অতএব আপনি অকারণে প্রাণি বধাভিলাষী হইয়া ধর্ম্ম বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন” নরেশ্বর তাঁহাদিগের বাক্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বাণ প্রতি সংহরণ করিলে ঋষিদ্বয় বিনয়গভ বচন প্রয়োগ পুরঃসর কহিতে লাগিল “ হে রাজন আমাদিগের গুরু ভগবান্ কণ্বমুনির আশ্রম অনতি দূরবর্ত্তী অতএব আপনি যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া তথায় গমন করিয়া অতিথি সৎকার গ্রহণ করেন তাহা হইলে চরিতার্থতা লাভ করি” রাজা পুণ্যাশ্রম দর্শন বাসনায় অনায়াসে সম্মতি প্রদান করিলেন।

এইরূপে রাজাকে আতিথেয়তা গ্রহণে সম্মত করিয়া তাপসদ্বয় আগন্তুকোচিত আয়োজনার্থে অগ্রগামী হইলেন। নরাধিপ তপোবনবাসি গণের সম্ভ্রমার্থে অনুগামিগণকে প্রত্যাগমনের আদেশ

করিয়া একাকী বিনীতবেশে পাদব্রজে আশ্রমাভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সুপক্ক ফলশোভিত দ্রুমশাখায় নানাবিধ মধুরালাপী বিহঙ্গম মধুর স্বরে গান করিতেছে। বিকসিত পুষ্প শোভিত পুষ্পকাননে পুষ্পলিহ্ গণ পুষ্পরস পানে মত্ত আছে। সুশোভনা রসাল মঞ্জরীর রসপানে প্রমত্ত মধুকণ্ঠ সমূহের কুহূরবে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইতেছে। সন্নিহিত সরোবরে প্রফুল্ল কমল কোকনদ কহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্পের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। করী, কেশরী, মৃগ মৃগাদন প্রভৃতি জন্তুযূথ পরস্পর খাদ্য খাদকতা সম্বন্ধ পরিহার করতঃ একত্র বিচরণ করিতেছে। কিয়দ্দূরে মালিনী নাম্নী সুবিখ্যাতা শৈবলিনীর প্রতীরে মুনিগণের যজ্ঞশালা হইতে অগ্নিহোত্রাদির ধূমসমূহে গগণ মণ্ডল শ্যামলীকৃত হইতেছে। এবং উদ্গাতৃগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিতেছে।

অবনীপাল এই সকল দর্শনে বিমোহিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন এমৎসময়ে দক্ষিণস্থ পুষ্প বাটী হইতে রমণী বদন নিঃসৃত কুসুমকালীন কোকিল কাকলীর ন্যায় সুধাময় মধুর ধ্বনি তাঁহার শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তদ্দিকে দৃষ্টি-

পাত করিয়া দেখিলেন যে একটি অভিনব যৌবন লাবণ্যবতী বৃক্ষবল্কল পরিধানা মুনিতনূজা সমবয়স্কা দুইজন প্রতিবেশিনী সমভিব্যাহারে তপোবনের তরুণ বৃক্ষ সকলে জলসেচন করিতে আসিতেছেন এবং তাঁহার রূপমাধুর্য্য বিলোকনে পুষ্পসায়কাহত হইয়া মনে২ ভাবনা করিতে লাগিলেন আহা। বিধাতা বুঝি উপমাদ্রব্য সমগ্রের একত্র সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষু হইয়া এই আলেচনা প্রিয়দর্শনাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন সে হেতুক আমি ভূরি২ জনপদের অধীশ্বর হইয়াও এতাদৃশী কমনীয়া কামিনী কদাপি নয়নগোচর করিনাই যাহা হউক এক্ষণে তিরোহিত ভাবে ইহার চেষ্টিত অবলোকন করি।

ভূমিপাল মনে২ এই সঙ্কল্প করিয়া এক পাদপের অন্তরালে উপবিষ্ট হইয়া জলধারা পতনোন্মুখ পিপাসাকুল চাতকের ন্যায় বরাঙ্গনার আনন্দসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ পরায়ণ হইয়া রহিলেন। শকুন্তলা হস্তিনাপতির অসম্ভাবিত সমাগমের বিষয় স্বপ্নেও জানেন না। অতএব বৃক্ষসেচন সমাপন করিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা নাম্নী সখীদ্বয়ের সহিত রহস্যালাপ করিতে লাগিলেন। রাজা তাহাদিগের কথোপকথন দ্বারা জানিতে পারিলেন যে ইনি

কণ্বদুহিতা শকুন্তলা এবং সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন "অহো ভগবান্ কণ্ব নিতান্ত অসাধুদর্শী যে হেতুক এতাদৃশী শিরীষ কুসুমপেলবা তনয়াকে বল্কল পরিধাপন করিয়া তপস্বিনী করিয়াছেন কিন্তু ইহাঁর কুসুম ময় শরীর কঠিনতর ত্বগাবৃত হইয়া পাণ্ডুবর্ণ পত্রান্তর্গত পুষ্পের ন্যায় শোভা পাইতেছে"।

ধরণীপাল এবম্প্রকারে চিত্তসমুৎসুকতা প্রকাশ করিতেছেন এমৎ সময়ে এক ভ্রমর নবমল্লিকার মকরন্দ পানে প্রমত্ত হইয়া ঋষিতনয়ার বদনাভিমুখে ধাবমান হইল। শকুন্তলা ঐ দুরাকাঙ্ক্ষ ষট্পদের ঈদৃশ ব্যবহারে আকুলা হইয়া সখীদিগের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলেন। সখীরা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কহিল আমরা স্বভাবতঃ অবলা আমাদিগের কি শক্তি আছে যে তোমাকে এই দুষ্ট মধুকরের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ করি অতএব তপোবনের রক্ষিতা রাজা দুষ্মন্তকে স্মরণ কর তিনি তোমাকে পরিত্রাণ করিবেন।

রাজা এই সুযোগে ঋষিকন্যাগণের সহিত পরিচয় বাসনায় তৎক্ষণাৎ বহিরাগত হইয়া বলিলেন যে " মদীয় অধিকারে এতাদৃশ দুর্ব্বিনীত কে আছে

যে ধর্ম্মাচরণ পরবশা তপস্বিতনয়া গণের প্রতি অবিনয়াচরণ করে"। কণ্বতনয়া অকস্মাৎ পুরুষ সমাগমে লজ্জাবনমুবদনা হইলেন সখীরা বিহিত বিধানে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক সন্নিকৃষ্ট সপ্তপর্ণ বেদিকাতে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় কোন দেশ হইতে আগমন করিতেছেন এবং কি নিমিত্তেই বা এই স্থলে উপস্থিত হইলেন" রাজা উত্তর করিলেন আমি রাজা দুষ্মন্ত বনবিহার মানসে স্বনগরী হইতে বহিরাগমন করিয়া গহনে ২ ভ্রমণ করিতেছি সম্প্রতি তোমাদিগের পুণ্যাশ্রম দর্শনাভিলাষে এই স্থলে আগমন করিলাম মুনিবর কোথায়। তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে মানব জন্ম সফল বোধ করিব। অনসূয়া কহিলেন মুনিরাজ সম্প্রতি তনয়াকে অতিথি সপর্য্যা করিবার আদেশ করিয়া তপস্যার্থে সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন রাজা কহিলেন ভগবান্ কণ্ব জিতেন্দ্রিয় ও অকৃতদারপরিগ্রহ এবং সতত পারলৌকিক সুখসাধন যম নিয়ম প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাভ্যাসে অনুরক্ত অতএব তোমাদের সমভিব্যাহারিণী এই কুসুম কোমলাঙ্গী তাঁহার তনয়া কি প্রকারে হইলেন। অনসূয়া রাজার ঈদৃশ প্রশ্নে মুনি প্রমুখাৎ শ্রুত

শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত আমূলাৎ বর্ণন করিলেন। রাজা বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন অনসূয়ে যাহা কহিলে সত্য বটে যে হেতুক অপ্সরা ব্যতিরেকে মানবী সঙ্গে ঈদৃশ রূপের সম্ভব হইতে পারেনা।

অবনীনাথ এই রূপে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সহিত ক্ষণকাল মধুরালাপ করিয়া শকুন্তলার সহিত পরিহাসে প্রবৃত্ত হইলেন। শকুন্তলা যদিও হস্তিনাধিপতির অসামান্য রূপ দর্শনে প্রথমাবতীর্ণ মদনবিকারা হইয়াছিলেন তথাপি বালানুরাগিনী কামিনী গণের রীত্যনুসারে প্রত্যুত্তর প্রদানে পরাঙ্মুখী ও ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া প্রীতি চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন রাজা বিপুল পুলকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া আপনার হৃদয়কে আশ্বাস করিতেছেন এমৎ সময়ে আগম্যমান সৈন্য কোলাহল তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ঋষি দুহিতৃগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পর্ণ কুটীরাভিমুখে গমন করিল। রাজা প্রেয়সী সমাগমে বঞ্চিত হইয়া অসময়োপস্থিত সৈন্য গণকে ধিক্কার করিতেং সেই স্থলেই রহিলেন।

শকুন্তলা বয়স্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তথা হইতে প্রস্থান করিলে নৃপাল হৃদয়াপহারিণী প্রিয়তমার দর্শনবিরহে পৃথিবী শূন্যময়ী দেখিলেন। ক্ষণ-

কাল বিলম্বে সেনাগণ তপোবনে সমাগত হইয়া রাজ সন্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইল। রাজা তাহাদিগের প্রার্থনায় অগত্যা সম্মত হইয়া স্যন্দনারোহণে রাজধানী অভিমুখে গমন করিলেন এবং স্বকীয় মন্দিরে প্রত্যাগত হইয়া রাজকার্য্যানুশীলনে অনাশক্ত মনা হইয়া দিবস রজনী সেই সুধাংশু বদনীর বিভ্রম বিলাসাদির ভাবনা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকালীন প্রবল প্রতাপ ভূপালগণের সভাতে বিদূষক সংজ্ঞক এক ২ জন কৌতুকবিলাসী বাস করিত। তাহারা রাজাকে বিষণ্ণ অথবা শোকাভিভূত দেখিলে কোন কৌতুকাবহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বিষাদ হরণ করিত। রাজা দুষ্মন্তের সভাতে একজন বিদূষক ছিল। সে এক দিবস রাজাকে অনন্যচিত্তে বনবাসিনীর রূপচিন্তনে নিমগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ কি নিমিত্তে সতত নিরানন্দ থাকেন কোন বিষয়েই ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন না বোধ করি কোন সুচতুরা কুরঙ্গ নয়নার অপাঙ্গ দর্শনে বিমোহিত হইয়াছেন যাহা হউক আমার নিকটে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করুন্ আমি আপনার মনস্কামনা সিদ্ধি সম্পাদনে সাধ্যানুসারে সহায়তা করিব"। রাজা উত্তর করিলেন 'সখে বসন্তক আমি

এক দিবস মালিনীতট নিবাসী ভগবান্ কণ্বমুনির ধর্ম্মকাননে অতিথি হইয়াছিলাম তথায় শকুন্তলা নাম্নী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মহর্ষি তনয়াকে দর্শন করিয়া অবধি ত্রিভুবনোন্মাদক মীনকেতনের বশবর্ত্তী হই- য়া এক্ষণে সেই জীবিতেশ্বরীর বিরহে প্রাণ ধারণে অক্ষম হইয়াছি"। বিদূষক হাস্য করিয়া কহিল মহারাজ আপনি চম্পক কাননকুসুম অবজ্ঞা করিয়া শাকোটকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন মধু- গায়নের সুমধুর গানে করশাখাদ্বারা কর্ণাচ্ছাদন করিয়া বায়সরবে বহ্বাদর প্রকাশ করিতেছেন সুগ- ন্ধিনী হিম বালুকার প্রতি অনাদর করিয়া নিম্বফলে স্পৃহাবান্ হইয়াছেন যে হেতুক সুরম্য হর্ম্ম্যতল- বাসিনী মুক্তাকলাপশোভিনী মহিষীকে তাচ্ছল্য করিয়া এক কুটীরবাসিনী তরুমূলশায়িনী তপস্বিন- ন্দিনীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। রাজা কহিলেন বিদূষক তুমি নিতান্ত জ্ঞানশূন্য যদি তুমি সেই দর্শনেন্দ্রিয়ের সাফল্য বিধায়িনীকে দর্শন করিতে তাহা হইলে এমৎ অসঙ্গত বাক্য মুখে আনিতে না বয়স্য তুমি জান না সেই সুহাসাননর সুচারুবদনে শশলাঞ্ছন লাঞ্ছিত হয়। সেই সুকেশীর কেশকৌ- টিল্যের সাদৃশ্য প্রাপ্ত দুরাকাঙ্ক্ষ চমরীগণ পুনঃ২

পুচ্ছ বিলোড়ন ছলে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে; সেই সুলোচনার বিলোকন সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া নীল সরোরুহ জীবনে জীবন সমর্পণ করিয়াছে সেই মধুরভাষিনীর সুমধুর আভাষণে অবধীরিত পরভৃতগণ জলদাগমে নিবীড় বনে তিরোহিত হয়। সেই বেদিবিলগ্নমধ্যার ক্ষীণ মধ্যতা দর্শনে হীনগর্ব্ব মৃগরাজ অটবীমধ্যে কালযাপন করেন; সেই সুদতীর দশন পংক্তি দর্শনে মুক্তাফল অগাধ লবণোদধিতে নিমগ্ন হইয়াছে; সেই নিতম্বিনীর নিতম্বদর্শনে বসুন্ধরা মৃত্তিকাময়ী হইয়াছে; সেই বামোরুর বিশাল উরুদ্বয় রামকদলীর একান্ত শীতলতা ও করিশুণ্ডের একান্ত কর্কশতা প্রযুক্ত নিরুপম হইয়াছে; সেই মরালগামিনীর সবিভ্রম চলনে রাজহংসগণ প্রত্যুপদেশ লুব্ধ হয়; তাঁহার রমণীয়তা বর্ণনে আমি নিতান্ত অশক্ত, অধিক কি বলিব সেই জীবনসর্ব্বস্বরূপিণী বরকামিনীর সমাগম লাভ না হইলে আমার জীবন যাপন ভার হইবে।

নৃপতির বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে বিদূষক কহিল আপনার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে আমার প্রতীতি জন্মিল যে সেই প্রমদা বরাঙ্গকপোলেতা বটে

যেহেতুক প্রফুল্ল কমলিনীর মকরন্দপানে পরিতুষ্ট মধুকর কদাপি পলাশ পুষ্পে আসক্ত হয় না। এবং চূতাঙ্কুর সমস্ত বনপ্রিয় কখন আম্রাতকে সন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু আপনি তাহার নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন আপনার প্রতি তাহার কি প্রকার চিত্তানুরাগ। রাজা কহিলেন প্রথমাবতীর্ণ যৌবনা ললনাগণ কদাপি স্পষ্টরূপে মদন বিকার প্রকাশ করে না। কেবল ইঙ্গিত দ্বারা অনুরাগ ব্যক্ত করে। ঋষিতনয়া আমার পরিহাস কালে লজ্জাবনত মুখী ও স্মেরাননা হইয়া ছিলেন এবং কিয়ৎ পদ গমন করিয়া "কুশাঙ্কুরে আমার চরণ ক্ষত হইল" এই ছল করিয়া ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া ছিলেন এবং দ্রুমশাখাবিলগ্ন পরিহিত বল্কল বিমোচন কৈতবে বিবৃত্তবদনা ও হইয়া ছিলেন বিশেষতঃ ভগবান্ কণ্বের ও এমৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে যে কন্যাকে অনুরূপভর্তৃভাগিনী করেন। বিদূষক কহিল তবে তৎসমাগম অতি দুর্লভ নহে আপনি কার্য্যান্তর ব্যপদেশে পুনর্ব্বার তপোবনে গমন করিয়া সেই বিধুমুখীর সম্মত্যনুসারে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ সম্পন্ন করুন।

রাজা ও বিদূষক এবম্প্রকার কথোপকথন করি-

তেছেন এমৎ সময়ে দৌবারিক আসিয়া নিবেদন করিল আয়ুষ্মন্ দুইজন তাপস দ্বারে দণ্ডায়মান অনুমতি হইলে আপনকার সন্নিধানে আগমন করে। ভূপাল অনুমতি প্রদান করিলে প্রতীহারী তপস্বিদ্বয় সমভিব্যাহারে রাজ সমীপে উপস্থিত হইল। তাপসদ্বয় হস্তোত্তলন পুরঃসর অবনীশ্বরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন হে দীর্ঘজীবিন্ আপনি জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এই সসাগরা সর্ব্বংসহার একাধিপতি হইয়া সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন আমরা আপনকার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের ছায়া সমাশ্রয় করিয়া চিরকাল নিরন্তরায়ে যজ্ঞহোমাদি সমাপন করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের উপকার ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ ভগবান্ কৌশিকের প্রার্থনানুসারে প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়কে রক্ষোবধার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমাদিগের তপোবন ভয়ঙ্কর নিশাচরগণের উপদ্রবে শঙ্কনীয় হইয়াছে। আপনি প্রতিবিধান না করিলে উপায়ান্তর নাই।

মুনি শিষ্যদ্বয়ের বাক্যাবসানে ধরাপাল মনেং চিন্তা করিলেন আমি রাক্ষস বধ কৈতবে সেই প্রিয় দর্শনার দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট প্রণয় প্রসঙ্গ

করিতে পারিব এবং মুনিগণও সন্তুষ্ট হইবেন। অতএব ইহাঁদের প্রার্থনা পূরণ করা স্বার্থসাধন ও পরোপকার নিয়মের অনুযায়িক বটে। পরে তাপসদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন আপনারা অগ্রসর হউন আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। ঋষিদ্বয় কৃতকার্য্য হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পর দিন কুমুদিনীর জীবিতনাথ চরমাচল চূড়াবলম্বী হইলে উদীয়মান প্রভাকরের প্রভাতে সর্ব্বদিক্ আলোকময়ী হইল। তাম্রচূড় সমূহ কলরব আরম্ভ করিল। বিহঙ্গমগণ প্রদোষাধ্যুষিত বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে দিগ্ দিগন্তরে গমনের উপক্রম করিল। প্রাতরুত্থানশীল দ্বিজগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি পাঠ করিতে২ সুরতরঙ্গিণী তীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুষ্মন্ত বিচিত্র প্রচ্ছদপটশোভিত সুবর্ণ নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর সেনাপতিকে আদেশ করিলেন অদ্য আমি তপোবনে গমন করিয়া অগ্নিহোত্রিদিগের যজ্ঞ হোমাদির বিঘ্ন নিরাকরণ করিব অতএব শীঘ্র অনুগমনোচিত আয়োজন কর।

সেনানী নৃপানুজ্ঞা শ্রবণে অবিলম্বে সেনাগণকে

সুসজ্জ করিলেন। রাজা চিরপ্রার্থিতদর্শনা কণ্বসুতার সন্দর্শন নিমিত্তে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া চক্রযানারোহণে পুণ্যাশ্রম সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন। কৌণপেরা তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সংত্রাস প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিল। ঋষিগণ নিরুপপ্লব হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিল। অনন্তর অনুচরগণকে হস্তিনা নগরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়া তিনি একাকী ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাপস তনয়ার আগমন প্রতীক্ষায় পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে লতা ব্যবহিত হইয়া অবস্থান করিলেন।

অনতি বিলম্বে সসখীজনা শকুন্তলা তথায় উপস্থিত হইলেন রাজা দেখিলেন তাঁহার আর পূর্ব্ব ভাব নাই; বিরহ বিকারে শরীর শীর্ণ হইয়া কন্যাকাভাবের অভাব হইয়াছে; হৃদয়স্থ মন্মথানল নিবারণের নিমিত্তে বক্ষঃস্থলে উশীর পরিমল লেপন করিয়া ভুজমৃনালে মৃনালবলয় ধারণ করিয়াছেন; অনসূয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া সজল নলিনীদলের তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই সেই মদন রোগের উপশম হইতেছে না বরঞ্চ যেমন প্রজ্বলিত হুতাসন সমীরণ সহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ হইতেছে। রাজা প্রাণাধিক প্রিয়তমার

এতাদৃশী অবস্থায় কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ইহার তত্ত্ব জানিতে বাঞ্ছা করিলেন। ইত্যোমধ্যে প্রিয়ম্বদা কহিল সখি শকুন্তলে তুমি কি নিমিত্তে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিতা থাক তোমার নিরূপমা মধুরাকৃতি দিবাবসানে মুদিতাননা কমলিনীর ন্যায় দিনং কৃশা ও মলীমসা দেখিতেছি আমরা ইতিহাস কথানুবন্ধে শ্রবণ করিয়াছি যে কামিনীগণের কান্ত বিরহে এই প্রকার স্মরদশা হয় অতএব সত্য করিয়া বল তুমি কি কোন নবীন যুবকের প্রণয় জালে বদ্ধ হইয়া এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছ অথবা প্রচণ্ডাতপে অজস্র বৃক্ষ সেচন করিয়া অসুস্থ শরীরা হইয়াছ শকুন্তলা সখীজনের নিকট মনোগত ভাব গোপন না করিয়া আনম্র বদনে উত্তর করিলেন প্রিয়ম্বদে তুমি যাহা অনুভব করিয়াছ সত্য বটে যদবধি সেই তপোবনরক্ষিতা রাজা দুষ্মন্ত আমার বিলোকন পথের পথিক্ হইয়াছেন তদবধি দুর্নিবার কুসুম শরাঘাতে জর্জ্জরিতা হইয়া এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছি অধিক কি বলিব তাঁহার সমাগম লাভ না হইলে আমাকে জ্বলচ্চিতাশায়িনী হইতে হইবেক। প্রিয়ম্বদা কহিল তবে তাঁহার সহিত কি প্রকারে প্রণয় হয় তাহার উপায় চিন্তা কর

কেবল মনোরথেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না সুপ্তসিংহের করাল বক্তে গবয়গণ স্বতঃ প্রবেশ করেনা, অতএব তাঁহার নিকট স্বকীয় স্মরদশাজ্ঞাপক মদনলেখন প্রস্থাপন কর তাহা হইলে তিনি অবশ্য এখানে আসিয়া তোমার পাণি পীড়ন করিবেন যে হেতুক স্বভাবশীতল শারদীয় চন্দ্রাতপকে কেহ চন্দ্রাতপ-দ্বারা নিবারণ করিতে চেষ্টা করে না, আমরা নগেন্দ্রনন্দিনী ভগবতী কাত্যায়নীর পূজোপদেশে হস্তিনা নগরে গমন করিয়া কৌশল ক্রমে নরেন্দ্র হস্তে পত্র প্রদান করিব। শকুন্তলা কহিলেন তোমরা যাহা কহিলে তাহা সুপরামর্শ বটে কিন্তু তিনি রাজা, তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে কত শত সুরূ-পিনী রমণী আছে তাঁহাদিগের সহিত অহোরাত্র প্রণয় কেলিকলাপে পরিতুষ্ট থাকিয়া মাদৃশী দীনা মলিনা তপস্বি কন্যাকে অবশ্য অবজ্ঞা করিবেন।

রাজা এতাবৎ কালপর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে ব্যবহিত ছিলেন। শকুন্তলার বাক্য সমাপ্ত হইবা মাত্র আত্ম প্রকাশ করিয়া সানুনয় বচনে কহিতে লাগি-লেন হে চারুশীলে তুমি যাহার নিকট হইতে অশ-ঙ্কনীয়া অবমাননার শঙ্কা করিতেছ সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়োন্মুখ হইয়া নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না

করিয়া আপনিই আসিয়াছে যে হেতুক রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করিয়া আত্মার্পণ করেন। মনুষ্যেরাই তাহা অন্বেষণ করিয়া বহু যত্নে রক্ষা করে। হে বিকসিতকমলাননে তুমি সখীসমক্ষে কহিতেছিলে যে মদীয় দর্শনাবধি মন্মথানলে সন্তপ্তা হইয়াছ কিন্তু আমি তোমার শরচ্চন্দ্রবিনিন্দিতবদনারবিন্দের শুভ দর্শনাবধি কি প্রকার অবস্থায় আছি তাহা বর্ণনাতীত। যেমন দিবসাগমে সুধানিধি হত শোকমলীমস হয় কুমুদিনী তত হয় না। হে সুললিতে আমি অদ্যাবধি তোমাকে প্রধানা মহিষী করিলাম এই পরম পবিত্র পুন্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া কর্ম্মসাক্ষী সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে যদ্যপি দিবাকর বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্য পালনের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পশ্চিম দিকে উদয় হইয়া পূর্ব্বদিকে অস্ত হন ; প্রজাতা রমণী অপত্যস্নেহ বিস্মরণ পূর্ব্বক আপনার শিশুসন্তানকে শার্দ্দূল বক্ত্রে সমর্পণ করে। অত্যুচ্চ শিলোচ্চয়ের শিখর দেশে কমল কানন প্রফুল্ল হয়। তথাপি তোমার প্রণয় বিস্মৃত হইব না।

শকুন্তলা অধোমুখী হইয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক রাজবাক্য আকর্ণন করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন হে

পৃথিবীনাথ আপনি কৃপাগুণে মদীয়া দূরারোহিণী আশালতাকে সমাশ্রয় প্রদান করিয়া চিরক্রীতা করিলেন এক্ষণে বনদেবতাগণকে সাক্ষী করিয়া মনঃ প্রাণ দেহ সমুদায় আপনাকে সমর্পণ করিলাম আপনি আমার পাণি গৃহীতা হইলেন।

অনন্তর উভয়ে প্রণয় প্রকাশ করিতে ২ সন্নিকৃষ্ট মালিনী তরঙ্গকণবাহী গন্ধবহের মন্দ ২ সঞ্চারে সুখাবহ বেতসলতামণ্ডপে কুসুমাস্তরণে উপবিষ্ট হইয়া বনদেবতাগণের সমক্ষে মাল্য বিনিময় করিলেন।

ক্রমে ২ সকল ভুবন প্রকাশক দিবাকর চরমমহী-ধরের শিখরদেশ অবলম্বন করিলে বন সকল শ্যামা-য়মান হইল। অম্লানিনী ম্লানবদনা হইলেন। কুমুদিনী নিশানাথের উদয়ারম্ভে সমুল্লাসিনী হই-লেন। চক্রবাক্ চক্রবাকী ভাবি বিরহশঙ্কায় শঙ্কাকুলা হইল। পতিসঙ্গলালসা তরুণীকুল বিবিধ প্রকারে বেশ বিন্যাস করিতে লাগিল। বনবাসী তপস্বিগণ সন্ধ্যাবন্দনের নিমিত্তে মালিনীতটে গমন করিতে লাগিল। রাজা ও শকুন্তলা নবপ্রণয়ানু-রাগে মুগ্ধ হইয়া পর্ণশালায় গমন করিলেন এবং গান্ধর্ববিধানে বিবাহ সম্পন্ন করিয়া বাক্‌পথাতীত

আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইয়া কৌতুকে বিভাবরী যাপন করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল বিগত হইলে এক দিবস রাজা কহিলেন শকুন্তলে তুমি এমৎ রূপবতী কিন্তু বল্কল সংসর্গে তোমার শোভাহানি হইতেছে আমি তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইয়া স্বর্ণপর্য্যঙ্কশায়িনী ও পট্টদুকূল পরিধানা করিব সম্প্রতি অনেক দিনাবধি সচিবহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তপোবনে পরম সুখে কাল যাপন করিলাম এক্ষণে হস্তিনানগরে পুনর্গমন করিব তুমি অনুমতি প্রদান কর। শকুন্তলা সাশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন আমার বস্ত্রালঙ্কারে প্রয়োজন নাই স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম যে নারী মহামূল্য অলঙ্কারাদির স্পৃহাবতী হইয়া অক্ষম পতিকে অনাদর করে সে ইহলোকে নিন্দাভাগিনী ও পরলোকে নরকভোগিনী হয় বিশেষতঃ বিচিত্র বিভূষণ সমূহে বাস্তবিক সুখের লেশ ও নাই। হে জীবিতনাথ আপনি অধীনার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এত দিন পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিলেন এক্ষণে অকস্মাৎ কুলিশপাতের ন্যায় নিদারুণ বাক্য শ্রবণে আমার হৃৎকম্প হইল হে প্রাণেশ্বর

যেমন সুধাকর বিরহে কৌমুদী, জলধর বিরহে ক্ষণ-প্রভা, বৃক্ষ বিরহে বল্লরী ক্ষণমাত্র ও জীবন ধারণ করিতে পারে না তদ্রুপ পতি বিরহে পতিব্রতা রমণী তিলার্দ্ধকাল ও থাকিতে পারেনা। রাজা কহিলেন হে মৃগায়তলোচনে আমি পৃথিবীর প্রান্তভাগে অবস্থান করিলেও তোমার সুধাময় বদন কদাপি বিস্মৃত হইব না যেমন ভানুমান্ লক্ষান্তরে অবস্থান করিয়া ও করদ্বারা পদ্মিনীর চিত্ত প্রফুল্ল করেন কুমুদবান্ধব দ্বিলক্ষান্তরে বাস করিয়াও কুমুদিনীকে বিকচানন করেন অতএব তুমি অকারণে চিন্তা করিয়া স্বকীয় মনকে সংক্লিষ্ট করিও না। * শকুন্তলা কহিলেন আপনি যাহা কহিতে-ছেন তাহা সত্য বটে তথাপি কি জানি যদি বিবিধ মণিরত্নশোভিনী শুদ্ধান্তবাসিনীগণের মুখাবলো-কন করিয়া এই অনুগতা তপস্বিনীকে বিস্মরণ করেন যে হেতুক পুরুষের মন অতি কঠিন দেখ যদুবংশাবতংস দৈবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নগরে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবন বাসিনী গোপ কামিনী গণের বহুযত্নপ্রবৃদ্ধ প্রণয় বন্ধন একেবারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন যে কুঞ্জর গামিনী শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনার্থে তিনি নিকুঞ্জকাননে যোগীবেশ

ধারণ করিয়াছিলেন যাহার সজলালস হইয়া তিনি নিশীথ সময়ে কদম্বমূলে বংশীরব করিতেন সেই রাধিকা সাশ্রুনয়না বিকীর্ণকুন্তলা ধূলিধূষরকলেবরা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বনেং ভ্রমণ করিলেও তিনি একবার স্মৃতিপথবর্ত্তিনী করেন নাই।

রাজা কহিলেন প্রিয়ে কোন প্রকার চিন্তা করিওনা আমি অবিলম্বে তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার নিমিত্তে লোক প্রেরণ করিব এবং অনুরাগের নিদর্শন স্বরূপ এই অঙ্গুলিমুদ্রা প্রদান করিতেছি এক্ষণে বিদায় হই।

ক্ষৌণীনাথ তপোবন হইতে প্রস্থান করিলে তপোধন দুহিতা উর্দ্ধনয়না ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া তাঁহার রথকেতন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ক্রমে২ তাহাও দৃক্‌পথাতীত হইলে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্না দেখিলেন এবং নিরাশা হইয়া সুদুস্তর শোক সাগরে নিমগ্না হইয়া দূরীভূতসহচরা চক্রবাকীর ন্যায় একাকিনী কথঞ্চিৎ কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে শকুন্তলা কিয়ৎকাল অতিবাহন করিলেন; দিবানিশী বিমর্ষ থাকিতেন, প্রতিবেশিনী ঋষি নন্দিনী গণের সহিত আর হাস্য পরিহাস

করিতেন না, আশ্রমের নবীন বৃক্ষসকলে জলসেচন করিতে আর ঔৎসুক্যবতী ছিলেন না তবে কেবল সখীদিগের উপরোধে ও পিতৃনিয়োগ সম্পাদনার্থে করিতেন। যে সকল স্থানে তিনি বাল্যাবস্থায় নিশ্চিন্ত চিত্তে সমবয়স্কাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন সেই সকল স্থান তাঁহার পক্ষে নূতনতর বোধ হইল বিশেষতঃ যে মালিনী তটে স্বামিসঙ্গে ভ্রমণ করিয়া শীতল সুগন্ধ জগৎপ্রাণের মন্দ২ সঞ্চারে তাঁহার হৃৎপদ্ম প্রফুল্ল হইত যে পুষ্পবাটিকাতে প্রিয় সঙ্গে বাস করিয়া রসালরসপ্রমত্ত কোকিল কুলের কলরবে, পুষ্পপ্রলীন ভ্রমরাবলির মধুরস্বরে, সলিলনিধির প্রসন্নতায়, বিপুল হর্ষানুভব করিতেন সেই নিম্নগাতীর ও সেই কেলিকানন পতি বিরহে তাহার পক্ষে বিষম ক্লেশকর হইয়া উঠিল। যখন সুরভিকাল সমুপাগত হইলে বসুমতী প্রচণ্ড চণ্ডাংশুকরতাপিতা হইত এবং সংযোগিগণ উশীরাবৃতগবাক্ষসমূহশোভিত সুশীতল সৌধোৎসঙ্গে বাস করিয়া প্রতনুবসনা চন্দনরসাভিষিক্তপয়োধরা সমেখলনিতম্বা সযৌবনা প্রমদাগণের সহিত নিদাঘ শান্তি করিত তখন তিনি অসহ্যবিরহ

হুতাশনে দগ্ধ হইয়া বিশেষরূপে জ্বালাতন হইতেন। যখন জলদাগমে আকাশ মণ্ডলে কাদম্বিনী বিরাজমানা হইত এবং প্রফুল্ল কেতকীপুষ্পের সৌরভে চতুর্দ্দিক্‌ আমোদিত হইত তখন তিনি মেঘনাদানন্দাসিনী শিখণ্ডিনীকে উল্লাসবতী দেখিয়া প্রিয়-বিয়োগপর্য্যুৎসুকা হইতেন। যখন শরৎকাল সমুপস্থিত হইলে চন্দ্রসূর্য্যাদি তেজস্বিগণ, সপ্তপর্ণ প্রভৃতি ভূরুহগণ, কুমুদাদি জল পুষ্প সমূহ, অধিকতর শোভাশালী হইত তখন তিনি প্রিয়তমের শরচ্চন্দ্রাংশুবদন ভাবনা করিয়া দিবাবিভাবরী যাপন করিতেন যখন হেমন্তকাল আগত হইলে প্রাণি সমূহ নিরুদ্যম হইত এবং জায়াপতী সুরত প্রসঙ্গে নিশীথিনী যাপন করিত তখন তিনি পতি-চিন্তা সার করিয়া বিষণ্ণবদনে কাল হরণ করিতেন। যখন শিশিরাগমে পদার্থমাত্রেই শোভাহীন হইত তখন তিনি শিশির মথিতা কমলিনীর ন্যায় শোচ্যদর্শনা হইয়া কালক্ষেপণ করিতেন। যখন ঋতুরাজ বসন্ত সমাগমে স্বভাব নবভাব ধারণ করিত সুস্নিগ্ধ মলয়াচল সমীরণে জগৎসংসার প্রফুল্ল হইত তখন তিনি পতিবিপ্রয়োগানলদগ্ধমানসা হইয়া চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেন।

এক দিবস শকুন্তলা উটজদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া অনন্যচিত্তে পতিচিন্তা করিতেছেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সন্নিহিত পুষ্পবনে পুষ্পচয়ন করিতেছেন এমত সময়ে সাক্ষাৎ অগ্ন্যবতার দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া অতিথি সৎকার যাচ্ঞা করিলেন। শকুন্তলা অন্যমনস্কা ছিলেন এই নিমিত্ত মহর্ষির প্রার্থনা তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। মুনিবর অবমাননা বোধে তৎক্ষণাৎ অভিশাপ করিলেন যে তুমি নিতান্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক যাহার চিন্তা করত মাদৃশ তেজঃপুঞ্জ অতিথিকে হেয় জ্ঞান করিলে সে ব্যক্তি চেতিত হইয়াও তোমাকে স্মরণ করিবে না।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা পুষ্পোদ্যান হইতে শাপবাক্য আকর্ণন করিয়া প্রিয়সখীর ভাবি অমঙ্গল শঙ্কায় ভীত হইলেন। অনসূয়া দুর্ব্বাসার সম্মুখে ধাবন করিয়া অঞ্জলিবদ্ধকরযুগলে শকুন্তলার বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর সমস্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন মুনিবর প্রিয়সখী আপনাকে অবজ্ঞা করেন নাই কেবল অনবধানতা প্রযুক্তই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। মুনিরাজ শান্তমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন আমি যাহা কহিয়াছি তাহার অন্যথা হইতে পারেনা তবে এই মাত্র অনুগ্রহ করিতেছি যে শকুন্তলা যদি রাজ-

দত্ত কোন চিহ্ন দেখাইতে পারে তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ়া হইতে পারিবেন।

দুর্ব্বাসাঃ তপোবন হইতে প্রস্থান করিলে অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে কহিলেন "সখি শকুন্তলা একে স্বভাবতঃ প্রকৃতিপেলবা তাহাতে পতিবিরহে নিতান্ত কাতরা অতএব এই সকল বিবরণ তাঁহার কর্ণগোচর করা অবিধেয় এক্ষণে গোপনে রাখা যাউক পরে বিধাতা যাহা করেন তাহাই হইবে প্রিয়ম্বদা কহিলেন ইহা নিতান্ত শোকের বিষয় নহে যে হেতুক রাজা দুষ্মন্ত যৎকালে আমাদিগের ধর্ম্মকানন হইতে প্রস্থান করেন তখন রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে একটি স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতেং তাঁহারা পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শকুন্তলা বামকরতলে স্ববদন অর্পণ করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দহীনা হইয়া রহিয়াছেন ইহাতে করুণার্দ্রা হইয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয়সখি তুমি সর্ব্বদা চিন্তা কর কেন! রাজা অবিলম্বেই তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার নিমিত্তে লোক প্রেরণ করিবেন। তিনি তোমার প্রতি যে প্রকার অনু-

রাগ দর্শাইয়াছেন তাহাতে এত অল্পদিনের মধ্যে বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝি কোন গুরুতর কার্য্যোপরোধে বিলম্ব হইতেছে। শকুন্তলা তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বিনী হইলেন এবং প্রতিবচন প্রদানে অসমর্থা হইয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্দাহ প্রকাশ করিলেন।

পরে কুলপতি কণ্বমুনি সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া দুহিতার পরিণয় বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর সমস্ত বিজ্ঞাত হইলেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বৈরক্তি প্রকাশ না করিয়া কহিলেন "বৎসে যাহা করিয়াছ তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম যে হেতুক কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বরসাৎ করা পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেষতঃ রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত সুধীর ও নীতিপরায়ণ। তাঁহার সুবিচারে প্রজাবর্গ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট। তাঁহার অধিকারে বাস করিয়া আমরা নিরুপপ্লবে যজ্ঞহোমাদি সমাপন করিয়া থাকি। অতএব তাদৃশ মহাজনের প্রিয়পাত্র হওয়া কন্যার পক্ষে শুভাদৃষ্টের ফল কহিতে হইবেক।

ক্রমেং বহুকাল অতীত হইল। রাজা দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুন্তলার নিকট বার্ত্তা মাত্র প্রেরণ করিলেন না। শকুন্তলা

পূর্ব্বে অন্তর্বত্নী হইয়াছিলেন অধুনা প্রসব কাল সন্নিকৃষ্ট হইল। কণ্বমুনি তনয়াকে দোহদলক্ষণা ও অহোরাত্র বিরসবদনা দেখিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন যে যুবতী কন্যা পিতৃসদনে রাখা অবিধেয়, তাহাতে লোকাপবাদ ও কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে যে স্বাতন্ত্র্য, পিত্রালয়ে বাস, যাত্রা অথবা উৎসবাদিতে গমন, পতির বিদেশ বাস প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশের মূল অতএব কন্যা বয়ঃস্থা হইলে তাহাকে পতিভবনে প্রেরণ করা যুক্তিসিদ্ধ। যে পিতা মাতা তরুণী তনয়াকে পরিণীতা না করেন অথবা পতিবিরহ কাতরা দুহিতাকে পতিনিকেতনে প্রেরণ না করেন তাঁহারা প্রাক্তন ঋষিগণ প্রণীত শাস্ত্রের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন দোষে পরিণামে নিরয়গামী হন্।

এই সকল বিবেচনা করিয়া কণ্বমহর্ষি আপনার ধর্ম্মকানীয়সী গৌতমী এবং শারঙ্গরব ও সারদ্বত নামা দুইজন শিষ্যকে আদেশ করিলেন তোমরা শকুন্তলাকে রাজার নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিবে "আপনি পুণ্যকাননে আমাদিগের গুরুকন্যাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন অধুনা তাঁহাকে সহধর্ম্মচারিণী করুন"।

সারঙ্গরব ও সারস্বত অধ্যাপকের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গমনের সজ্জাদি করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা যে প্রিয়তমের বিয়োগানলে নিরন্তর সন্তপ্তা ছিলেন, তাঁহার সহিত পনর্মিলন আশায় যদিও হৃষ্টচিত্তা হইলেন, তথাপি যে সকল সম-বয়স্কা তাপসাঙ্গনাগণের সহিত তাঁহার শৈশবাবধি অকপট সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল, এবং যাহাদিগের মধ্যগতা হইয়া স্রোতস্বতীতীরে সৈকতবেদিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাল্যক্রীড়া করিতেন, তাঁহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হইলেন।

পরে একেং অরণ্যবাসিনী ঋষিকামিনীগণের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। তাহাতে তাঁহারা, কেহ রাজার হৃদয়ে সতত বিরাজমানা হও, কেহ সর্ব্বগুণাকর তনয়জননী হও, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং কণ্বমুনি যদিও ইহলোকের বিনশ্বর পদার্থমাত্রেই বিগতস্পৃহ ছিলেন, তথাপি জনকজননীপরিত্যক্তা শকুন্তলাকে এত কাল পর্য্যন্ত কন্যাভাবে লালন পালন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে বাৎসল্য রসের আবির্ভাব হইয়াছিল। একারণ তিনি তাঁহাকে পতিসমীপে গমনোদ্যতা দেখিয়া নানা প্রকার খেদ করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা লজ্জায় নম্রাননা হইয়া মুনিচরণে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে যযাতি রাজার শর্ম্মিষ্ঠা নাম্নী পত্নী যেমন প্রেয়সী হইয়াছিলেন তদ্রূপ তুমি ও পতির প্রীতিভাজন হইয়া এক রাজরাজেশ্বর পুত্র প্রসব কর।

অনন্তর শকুন্তলা ক্ষৌমাংশুকপরিধানা ও অলঙ্কৃতা হইয়া মুনিশিষ্য সমভিব্যাহারে হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা রোদন করিতে২ দূর্ব্বাদল ও তীর্থ মৃত্তিকাদ্বারা প্রিয়সখীর মঙ্গল সমালভন বিরচন করিয়া সঙ্গে২ গমন করিল। মুনিবরও স্নেহ বশতঃ তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন এবং আশ্রমের বৃক্ষশ্রেণী সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে তরুগণ যিনি তোমাদিগের আলবাল পরিপূরণ না করিয়া কদাপি জলগ্রহণ করিতেন না; যিনি তোমাদিগের প্রতি স্নেহাতিশয়তা প্রযুক্ত কর্ণপূরার্থে কিসলয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না; এবং তোমাদিগের পুষ্পোদ্গম সময়ে সর্ব্বাগ্রে যাহার উৎসব হইত। সেই শকুন্তলা অদ্য তপোবন পরিত্যাগ করিয়া স্বামিসদনে গমন করিতেছেন, তোমরা সকলে অনুমতি কর।

এই রূপে সকলে খিদ্যমান হইয়া কতক দূর গমন করিয়া এক সরসীতীরে উপনীত হইলেন, এবং তথায় এক ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কণ্বমুনি শারঙ্গরবকে কহিলেন বৎস তুমি শকুন্তলাকে রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া এই কথা বলিবে যে তপস্যা মাত্র আমাদের ধন, আর,আপনি অতি সদ্বংশজাত,এবং আপনার প্রতি শকুন্তলার নৈসর্গিকী প্রণয় প্রবৃত্তি হইয়াছিল এই সকল বিবেচনা করিয়া অন্যান্য স্ত্রীর প্রতি যাদৃশ অনুরাগ করেন ইহার প্রতি ও তাদৃশ কৃপাপাঙ্গপাত করিবেন। অতঃপর দুর্দৈব বশতঃ যে অশুভ ঘটে তাহা সুহৃদগণের প্রার্থনীয় নহে। এবং শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে আমার উপদেশ শ্রবণ কর। গুরুজনের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীগণের সহিত ইর্ষ্যা ও কলহ করিবে না, স্বামী কোন কারণ বশতঃ প্রতিকূল হইলেও অভিমানিনী হইবে না। এবম্প্রকার সদ্ব্যবহার করিলে কুলবধূগণ কুললক্ষ্মী রূপে গণনীয়া হয়। এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কণ্বমুনি নেত্রনীরে অভিষিক্ত হইয়া তনয়াকে আলিঙ্গন করিলেন। শকুন্তলা কহিলেন তাত আমি আপনকার অঙ্কভ্রষ্টা হইয়া মলয়মহীধ্রের

হইতে উন্মূলিতা চন্দন লতার ন্যায় দেশান্তরে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব। মুনিবর কহিলেন বৎসে আকুলা হইও না, তুমি ভূপতির আলয়ে গমন করিয়া তথায় বহুপরিজনবেষ্টিতা হইয়া কাল যাপন করিবে, ও বিপুল বিভবান্বিত নরেশ্বরের প্রিয়মহিষী হইয়া সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিবে, এবং কালক্রমে তরুণমূর্ত্তি অরুণের ন্যায় তেজস্বান এক তনয় প্রসব করিয়া আমার বিরহজন্য শোক বিস্মৃত হইবে।

তদনন্তর শকুন্তলা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রিয়ভাষে সম্ভাষ করিয়া কহিল; প্রিয়সখী আমরা আজন্মকাল তোমার সহিত একত্র বাস করিলাম তুমি শৈশবাবধি আমাদিগের সহিত একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, ও একত্র বৃক্ষসেচন করিতে। সখি তুমি কি সেই কাল একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ যখন আমরা অন্যান্য ঋষিনন্দিনী গণের সহিত একত্র হইয়া মালিনী তীরে কন্দুকলীলা করিতাম এবং কৃত্রিম পুত্রিকা নির্ম্মাণ করিয়া নানা প্রকার কৌতুকে কাল হরণ করিতাম। দেখ তোমার অন্যত্র গমনে আকুলা কুরঙ্গী কুশকবল উদ্গার করিতেছে ময়ূরী

ত্যক্তনর্ত্তনা হইয়াছে এবং বনলতা সকল গলিত পত্র পরিত্যাগ ছলে তনুত্যাগ করিতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে এই মাত্র অভিলাষ করি যে স্বামির প্রিয়পাত্র হও, কিন্তু যদি দৈবাধীন মহারাজ তোমাকে সহসা চিনিতে না পারেন তবে রাজদত্ত স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখাইবে, তাহা হইলেই তিনি তোমাকে চিনিতে পারিবেন। শকুন্তলা কহিলেন সখি এই কথায় আমার অন্তঃকরণ সংশয়াপন্ন হইল, তোমাদের এই কথা কহিবার তাৎপর্য্য কি। সখীদ্বয় কহিল ইহাতে কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই স্নেহ প্রযুক্ত সন্দেহ মাত্র।

এই প্রকার কথোপকথন কালে শারঙ্গরব কহিলেন উপাধ্যায় বেলা হইয়া উঠিল অতএব আপনারা এই স্থান হইতে প্রতিগমন করুণ। শকুন্তলা পুনর্ব্বার পিতৃচরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন। তাত আপনি তপোবনব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া বীতচিন্ত হইবেন কিন্তু আমি সতত উদ্বিগ্নচিত্তা থাকিব। মুনিবর কহিলেন বৎসে আমি উটজদ্বারে তোমার দ্বারা রচিত নীবারবলি বিলোকন করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে সমর্থ হইব না। শকুন্তলা কহিলেন আমি কত কাল পরে এই তপোবনে

পুনরাগমন করিব। মুনিরাজ নয়নবারি নিবারণে অসমর্থ হইয়া উত্তর করিলেন। বৎসে তুমি আসমুদ্র-করগ্রাহী বসুধাধিপতির সহধর্ম্মিণী হইয়া যথাকালে দুষ্মন্ত রাজার সদৃশ এক সর্ব্বগুণোপেত কুমার প্রসব করিয়া তাহাকে রাজ্যভারার্পণ করিয়া শান্তি নিমিত্তে স্বামি সঙ্গে পুনর্ব্বার এই আশ্রমে আগমন করিবে। সম্প্রতি শুভযাত্রা কর। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ। ইহা বলিয়া সকলে স্বং উদ্দেশ্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

শারঙ্গরব সারস্বত এবং গৌতমী শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কতিপয় দিবস গমন করিয়া হস্তিনা নগরে উপনীত হইলেন। এবং শক্রাবতার নামক প্রসিদ্ধ স্থানে শচীতীর্থের সুস্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করিলেন। স্নানকালে শকুন্তলার অঙ্গুলি হইতে রাজদত্ত অঙ্গুরীয়ক পরিভ্রষ্ট হইয়া অগাধ নীরে পতিত হইল। তিনি প্রাণসমের সহমিলন আশায় নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তা ছিলেন একারণ তাঁহার সকল দুঃখের মূলস্বরূপ ঐ ঘটনাতে অনবধানা ছিলেন।

অনন্তর স্নান পূজা সমাপন করিয়া সকলে একত্র হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে কহিল

আমরা কণ্বমুনির আদেশানুসারে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। রাজার নিকট কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে। অতএব তাঁহাকে সমাচার দাও।

দৌবারিক রাজসমীপে নিবেদন করিল যে "মহারাজ হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকারণ্যবাসি তপস্বিগণ কণ্বমুনির সন্দেশ গ্রহণ করিয়া স্ত্রীসমভিব্যাহারে আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। অতএব যাহা আজ্ঞা হয়। রাজা সস্ত্রীক কণ্ব শিষ্যগণের আগমন সংবাদে বিস্ময়াপন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে পুরোহিতকে কহ তিনি ঋষিগণকে যথোচিত সম্মান করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইসেন আমিও উপযুক্ত স্থানে গমন করিতেছি। দৌবারিক যথোক্ত প্রকারে আজ্ঞাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলে রাজা নির্দ্ধারিত স্থানে গমন করিয়া মুনিগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ঋষিনন্দিনীগণের আগমনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বেত্রবতী নাম্নী সমীপবর্ত্তিনী পরিচারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বেত্রবতি ভগবান্ কণ্ব কি প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে শিষ্যগণকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কোন দুরাচার রাক্ষস

আসিয়া কি তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন করিতেছে অথবা আশ্রম নিবাসিগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। বেত্রবতী কহিল আপনকার ভুজদণ্ড প্রতাপে সকলেই সশঙ্ক। এমৎ কেহ নাই যে কাহারও প্রতি কোন অন্যায়াচরণ করে। অতএব অভিপ্রায় করি যে তাপসগণ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকিবেন।

অবনীনাথ এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন এমৎ সময়ে পুরোহিত ও কঞ্চুকীর সহিত শকুন্তলা ও তাঁহার সহচরগণ তথায় উপস্থিত হইল। তৎকালে শকুন্তলার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দমান হইল। তিনি ভীতা হইয়া গৌতমীকে জানাইলেন। গৌতমী প্রিয় বচনে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন বৎসে তোমার অমঙ্গল নিরাকৃত হইয়া সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক। পরে সকলে একত্র হইয়া রাজসম্মুখে সমুপাগত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বহুমান পুরঃসর কুশাসনে উপবেশন করাইলেন এবং শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া দ্বারপালকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তপোধন গণের মধ্যে এই অবগুণ্ঠনসম্বীতা ঈষৎপ্রকাশিত লাবণ্যা অঙ্গনা কে? দৌবারিক কহিল মহারাজ এই নারী দর্শনযোগ্যা বটে। রাজা কহিলেন পর-

যোষা সুন্দরী হইলেও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা বিধেয় নহে।

অনন্তর রাজপুরোহিত কহিলেন মহারাজ ঋষিগণের কিছু বক্তব্য আছে মহারাজের শ্রবণীয় বটে। রাজা কহিলেন কি আছে বলুন্ আমি শ্রবণাভিলাষী হইলাম। রাজার অনুমতি পাইয়া শারঙ্গরব অগ্রসর হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। যিনি এই চেতন অচেতন উদ্ভিদরূপ ত্রিবিধ পদার্থময়ী পৃথিবীর সৃজন করিয়া সকল প্রাণিকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেছেন। যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দিবাকর সপ্তাশ্বযোজিত রথ আরোহণ করিয়া নিরূপিত সময়ে শূন্যমার্গে ভ্রমণ করেন। যাঁহার আদেশানুসারে নিশাগমে অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র নভোমণ্ডলে বিরাজমান হইয়া স্বস্ব নিযোজিত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে। বিয়দ্বিহারী বিহঙ্গমগণ উড্ডীয়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যাঁহার প্রশংসা প্রচার করে। যাঁহার অসীম মহিমা ও অদ্ভুত কৌশল এই জগতের প্রত্যেক অংশেই দেদীপ্যমান আছে। যোগিগণ যোগাসনে অধ্যাসীন হইয়া বিশীর্ণপর্ণাশনে যাঁহার ধ্যান করে। যাঁহার কল্যাণকর নিয়মের অনুযায়ী গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্তপ্রভৃতি ঋতুগণ

পর্য্যায়ক্রমে ধরাতলে আবির্ভূত হয়। সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ নিরাকার নিরঞ্জন পরমেশ্বর আপনাকে বিশ্ববিজয়ী করুন্। সম্প্রতি আমাদিগের আচার্য্য ভগবান্ কণ্বমুনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে আপনি তাঁহার তনয়াকে প্রচ্ছন্নভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব অধুনা সেই গর্ভভারমন্থরা ধর্ম্মপত্নীকে সহধর্ম্মাচরণার্থে গ্রহণ করুন্। গৌতমী কহিলেন মহারাজ ইনিও গুরুজনের অনুমতি অপেক্ষা করেন নাই এবং আপনিও বন্ধুবর্গের পরামর্শ অপেক্ষা করেন নাই অতএব আপনাদের পরস্পর চরিত বিষয়ে আপনারাই প্রমাণ।

রাজা দুষ্মন্ত যে শকুন্তলাকে ধর্ম্মারণ্যে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কিছুমাত্র স্মরণ ছিল না, অতএব শারঙ্গরব ও গৌতমীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, তোমরা কি কহিতেছ, তোমাদের এই সকল কথা অলীক গল্পের ন্যায় বোধ হইতেছে। শকুন্তলা মনেং কহিলেন হা ধিক্! রাজার বদনভঙ্গিদ্বারা বোধ হইতেছে ইনি আমকে ঘৃণা করিতেছেন। শারঙ্গরব কহিলেন

কি, আমাদের কথা আপনার উপন্যাস বোধ হইল কিন্তু আপনিই ইহার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন। যাহা হউক, তরুণী কামিনী যদ্যপিও পতিব্রতা হয় তথাপি পিতৃমন্দিরে বাস করিলে লোকনিন্দা হইবার সম্ভাবনা, এই নিমিত্তে বন্ধুজনেরা তাহাকে পতিসমীপবর্ত্তিনী করেন। রাজা কহিলেন কি! আমি এই কন্যাকে পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি। শকুন্তলা এই বাক্যে নিতান্ত শঙ্কাকুলা হইয়া মনে করিলেন হে বিধাতঃ তোমার মনে এই ছিল। মনোমধ্যে যে আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাই ঘটিল কিন্তু তুমি অন্তর্যামী; যদি আমি যথার্থ সতী হই তবে এই কথার নিমিত্তে রাজাকে অনুতাপ করিতে হইবেক। শারঙ্গরব কহিলেন প্রথমে কোন কার্য্য করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি অনাদর করা রাজার উচিত ধর্ম্ম নহে। রাজা বলিলেন আপনি কি নিমিত্তে আমার প্রতি এই স্বকপোল কল্পিত দোষারোপ করিতেছেন। শারঙ্গরব ক্রোধভাবে উত্তর করিলেন, ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত মানবগণের প্রায় এই সকল বিকার হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন আপনার অনর্থক কটু কাটব্য প্রয়োগে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। উভয়ে এই প্রকার বাক্ বিতণ্ডা

কালে গৌতমী কহিলেন বৎসে লজ্জিতা হইও না আমি তোমার অবগুণ্ঠন উত্তোলন করি তাহা হইলেই রাজা তোমাকে চিনিতে পারিবেন। গৌতমী তদ্রূপ করিলে রাজা মুনিসুতার মনোহর মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি ইহাকে পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি কি না তাহা স্মরণ হইতেছে না কিন্তু যেমন মধুকর প্রভাতকালে শিশিরাবৃত বিকসিত কুন্দপুষ্পের মধু সম্ভোগ করিতেও পারে না, পরিত্যাগ করিতেও পারেনা, তাদৃশ এই প্রফুল্ল পঙ্কজমুখী কুরঙ্গনয়না ললনাকে এক্ষণে গ্রহণ করিতেও পারিনা, পরিত্যাগ করিতেও পারি না। রাজা মৌন ভাবে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমৎ সময়ে শারঙ্গরব কহিলেন মহারাজ ইহার বদন কি আপনার পূর্ব্ব দৃষ্ট নহে। রাজা বলিলেন আমি মনোমধ্যে নানা প্রকার আলোচনা করিয়াও কোনকালে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি তাহা স্মরণ হয় না; অতএব এই অভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণা অঙ্গনাকে ভার্য্যাভাবে গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়কুলে কলঙ্ক করিতে পারি না। শারঙ্গরব উত্তর করিলেন। মহারাজ কণ্বমুনি আপনার বস্তু আপনাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব ইহাকে গ্রহণ না করিলে

মহর্ষিকে অবজ্ঞা করা হয়। শারদ্বত কহিলেন শারঙ্গরব আর বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই, আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে শকুন্তলা প্রতিবচন প্রদান করুণ।

শকুন্তলা মৌনভাবে নৃপতির নিষ্ঠুর বাক্য আকর্ণন করিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন যে রাজা যে সকল কথা কহিলেন ইহাতে আর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিলেই কি ফল হইবে। তথাপি আপনাকে বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্তে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। এই নিমিত্তে প্রথমে হে স্বামিন্ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে যাহার পরিণয় বিষয়েই সন্দেহ হইল তাহার প্রতি এই সম্বোধন অযুক্ত অতএব পুনর্ব্বার কহিলেন হে পৌরব আপনি কি সমুদয় বিস্মৃত হইয়াছেন? যৎকালে আপনি অরণ্যে পর্য্যটন করিতেং আমাদিগের তপোবনে গমন করিয়াছিলেন তখন যে আপনার শুশ্রূষা করিয়াছিল। যাহার মুখাবলোকন করিয়া আপনি প্রণয়নীরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; যাহার নিকট পুণ্যক্ষেত্রে শপথ করিয়াছিলেন যে "তোমার প্রণয় কদাপি বিস্মৃত হইব না"। এবং আপনি প্রত্যাগমন কালে যাহাকে আশ্বাস বচনে নিরস্ত করিয়া কহিয়া

ছিলেন " যে আমি অবিলম্বে তোমাকে রাজধানী-তে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিব "। অধুনা লোক সমাজে তাহার এবম্প্রকারে অপমান করিয়া কি আপনি প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন।

রাজা এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা শ্রবণ বিবর আচ্ছাদিত করিয়া উত্তর করিলেন তুমি কি নিমিত্তে আমাকে চাতুরী দ্বারা ভ্রান্ত ও পতিত করিতে চেষ্টা করিতেছ আমি তোমাকে কদাপি দর্শন করি নাই এবং তপোবনে তোমার নিকট প্রণয় প্রসঙ্গ করি নাই। শকুন্তলা কহিলেন যদি নিতান্ত আমাকে অস্বীকার করেন তবে আপনার দত্ত কোন চিহ্ন দ্বারা আপনকার সংশয়াপনোদন করিতেছি। ইহা বলিয়া আপনার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিতে ব্যগ্রা হইয়া মুদ্রাস্থানে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে অঙ্গুরীয়ক নাই এবং শোকে বিহ্বলপ্রায়া ও অশ্রুমুখী হইয়া গৌতমীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন গৌতমী কহিলেন বুঝি শক্রাবতারে শচীতীর্থের সলিল বন্দনা কালে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেক। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন এ কেবল স্ত্রীজাতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মাত্র।

শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ উপহাস করিও না

বিধাতা আমার প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল এই নিমিত্তে এই সকল ঘটিয়াছে। এক দিবস মালিনীতীর সন্নিহিত বেতসলতামণ্ডপে আমরা উপবিষ্ট ছিলাম তৎকালে এক পিপাসাকুল কুরঙ্গশাবক তথায় উপস্থিত হইলে আপনি কৃপা করিয়া হস্ত-স্থিত পদ্মপত্রপুট হইতে তাহাকে জল পান করা-ইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আপনি অপরিচিত বলিয়া সে জলপান করিল না। পরে আমার হস্ত হইতে অনায়াসে পান করিল। তাহাতে আপনি কৌতুক করিয়া কহিলেন সকলেই স্বজনকে বিশ্বাস করে যেহেতুক তোমরা উভয়েই এক অরণ্যে বাস কর। রাজা কহিলেন আহা! বামনয়নাগণ এই প্রকার স্বকার্য্য সাধক মধুর বচন দ্বারা লোকের চিত্তাকর্ষণ করে। গৌতমী কহিলেন মহারাজ এমৎ অসঙ্গত কথা কহা উচিত নহে। যাহারা তপোবনে বাস করে তাহারা ছল চাতুরীতে অন-ভিজ্ঞ। রাজা কহিলেন হে তাপসবৃদ্ধে দেখ কোকিলাগণ অপত্যসমূহের অন্তরীক্ষগমনের পূর্ব্বে অন্য পক্ষিদ্বারা তাহাদিগকে প্রতিপালন করে। অতএব পরিবোধবতী প্রতীপ দর্শিনীগণের স্বভাবতঃ কুহকবিষয়ে পটুতা হইবার আশ্চর্য্য কি। শকুন্তলা

রোষবতী হইয়া উত্তর করিলেন, তুমি আপনার ব্যবহার দ্বারা সকলের আন্তরিকভাব লক্ষ্য করিতেছ তোমার ন্যায় তৃণাচ্ছন্ন কূপোপম ধর্ম্মকঞ্চুকব্যপদেশী কে আছে। রাজা কহিলেন দুষ্মন্ত রাজার চরিত্র প্রজাবর্গ সমীপে প্রথিত আছে তুমি অকারণে দোষারোপ করিলে আমার কি ক্ষতি হইবে। শকুন্তলা কহিলেন লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মের বৃত্তান্ত তোমরাই জ্ঞাত আছে; হিতাহিত জ্ঞান বিহীন বনিতা গণ তাহার কি জানিবে। যাহা হউক এক্ষণে স্বকার্য্য সাধিনী হইয়া তোমার নিকট পণ্যাঙ্গনা রূপে গণিতা হইলাম মহারাজ এ তোমার কেমন ধর্ম্ম যে পতিপ্রাণা কুলবতীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ কর। ধর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত আছে যে অবলা কুলবালা বহুদোষশালিনী হইলেও ক্ষন্তব্যা। তুমি রাজ্যেশ্বর তুমি যাহা কর তাহাই শোভা পায়। মনে করিয়াছ কেহ দমন কর্ত্তা নাই। কিন্তু চরাচরব্যাপী পরমেশ্বর সকল দর্শন করিতেছেন, তিনি যথার্থ বিচার করিবেন। যদি আমি কোন অপরাধে অপরাধিনী হইয়া থাকি তবে তদনুসারে দণ্ডবিধান করিবেন। হে অবনীপাল বিবাহিতা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলে অনেক বিপদ ঘটে।

দেখ ইক্ষাকুবংশোদ্ভব কৌশল্যানন্দন শ্রীরামচন্দ্র স্বকীয় প্রণয়িণী জনকরাজনন্দিনীকে অকারণে বনবাস দিয়াছিলেন এবং পশ্চাৎ নানা দিগ্দেশ হইতে আগত নৃপতিগণের সমক্ষে পরীক্ষা চাহিয়াছিলেন কিন্তু পতিপ্রাণা সতী সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় প্রসূতী বসুমতীর গর্ভে প্রবেশ করিলে তিনি শোকাভিভূত হইয়া সরযূনীরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মাবতার তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যে ভার্য্যা হইতে ইহলোকে কত সুখ সম্ভোগ হয়। ভার্য্যাবান্ ব্যক্তি অন্ন বস্ত্রবিহীন ও স্থণ্ডিলশায়ী হইলেও তাহার অবস্থা চাটুকারসমূহপরিবৃত অট্টালিকাবাসী ভার্য্যাবিহীন নৃপতির অবস্থা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট। মানবগণ স্ব স্ব পরিবার পোষণের নিমিত্তে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া দিবসাবসান সময়ে গৃহাগত হইয়া প্রিয়বাদিনী প্রেয়সীর বদন সুধাকর নিরীক্ষণ করিয়া সকল ক্লেশ বিস্মরণ করে। ভার্য্যার প্রতি যত্ন ও প্রেম স্বভাব সিদ্ধ। যেহেতুক পশু পক্ষ্যাদি বিবেকবিহীন জীবগণ ও আপন আপন প্রণয়িনীর প্রতি ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। যথা, ভ্রমরগণ পুষ্পসময়ে প্রিয়া সঙ্গে পুষ্পোপরি

পাত্রে মধু পান করে। রথাঙ্গ নামা বিহঙ্গম অর্দ্ধো-
পভুক্ত মৃণালের দ্বারা জায়ার সন্তোষ উৎপন্ন করে।
কপোতকুল কপোতিকা গণকে পরিতুষ্ট রাখিতে
প্রাণপণে চেষ্টা করে। অতএব মহারাজ আমাকে
পরিত্যাগ করিও না। আমি তোমা ভিন্ন অন্য
কাহাকেও জানি না। বিশেষতঃ মদীয় গর্ভে তোমার
ঔরসজাত সন্তান আছে। লোকে পুত্র কামনায়
নানাবিধ যজ্ঞ, হোম, ব্রত ও দানাদি করে। দিলীপ
রাজা তনয়াভিলাষে স্বীয় ধর্ম্মপত্নী সুদক্ষিণা সমভি-
ব্যাহারে কুলাচার্য্য বশিষ্ঠ মুনির নন্দিনী নাম্নী ধেনুর
সেবা করিয়া ছিলেন। কিন্তু তুমি গর্ভবতী সহধর্ম্মি-
ণীকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ।

শকুন্তলা বিনয় পূর্ব্বক এই সকল কথা কহিলেও
রাজার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। গৌতমী কহি-
লেন বৎসে তুমি কি প্রকারে এই কঠিনহৃদয়
পুরুবংশীয়ের মিষ্ট বাক্যে প্রত্যয় করিয়াছিলে।
রাজা কহিলেন তোমরা এই কামিনীর বাক্যে বি-
শ্বাস করিয়া আমাকে কেন দোষী করিতেছ, আমি
ইহার কিছুই জানি না। শারঙ্গরব কহিলেন যা-
হারা তপোবনে বাস করে তাহাদিগের কথা বিশ্বাস
যোগ্য নহে আপনার কথা বিশ্বসনীয় কি প্রকারে

হইতে পারে। যাহা হউক আমরা গুরুনিয়োগ সম্পন্ন করিলাম এক্ষণে আপন পত্নীকে গ্রহণই কর বা পরিত্যাগ কর; ভার্য্যাতে পরিণেতার সর্ব্বতো-মুখী প্রভুতা আছে।

এই বলিয়া শারঙ্গরব প্রস্থানোদ্যত হইলেন। শকুন্তলা রোদন করিতেং তাহাদিগের পশ্চাৎং চলিলেন। শারঙ্গরব কহিলেন তুমি কি নিমিত্তে আমাদিগের সহিত গমন করিতেছ; যদি রাজা যাহা কহিলেন তাহা যথার্থ হয় তবে তুমি অসতী, তোমাতে আমাদিগের প্রয়োজন কি? এবং যদি আপনার শুচিব্রত জান তবে স্বামিগৃহে তোমার দাসীর ন্যায় অবস্থান ও শ্রেয়স্কর। রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন হে তপস্বিগণ! যাঁহারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বিষয়ে যত্নবান্ তাঁহাদিগের পরজায়াসঙ্গ পরাঙ্মুখ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। শারঙ্গরব উত্তর করিলেন যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু তাঁহার কোন কারণ বশতঃ বিস্মৃত হইয়া দারপরিত্যাগ করা উচিত নহে। রাজা কহিলেন ভাল আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, বিবেচনা করুন আমি বিস্মৃত হইয়াছি কি ইনি মিথ্যা কহিতেছেন এমত সংশয়স্থলে দারত্যাগী হইব কি পরস্ত্রী স্পর্শ পাতকী হইব।

এই প্রকার কথোপকথনের পর রাজপুরোহিত বিবেচনা করিয়া কহিলেন মহারাজ এই অঙ্গনা প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার আলয়ে অবস্থান করুন যেহেতুক আপনার প্রতি পূর্ব্বে দেবগণের আদেশ হইয়াছিল যে "তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র চক্রবর্ত্তি-লক্ষণাক্রান্ত হইবে" অতএব মুনি দৌহিত্র যদি তাদৃশ হয় তবে মঙ্গলাচরণ করিয়া ইহাঁকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবেন নতুবা ইহাঁর পিত্রালয়ে গমনই স্থিরীকৃত আছে। রাজা কহিলেন আপনি যাহা বিবেচনা করেন তাহাই করুন।

পুরোহিত রাজার অনুমতি পাইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন "বৎসে আমার সহিত আইস"। শকুন্তলা অধোমুখী হইয়া মনে২ কহিতে লাগিলেন হে পৃথিবি তুমি বিদীর্ণা হইয়া আমাকে গর্ভমধ্যে স্থান দান কর; আমি এ অপমান সহ্য করিতে পারি না। এবং অগত্যা রাজপুরোহিতের সঙ্গে২ চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক নদীতটে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে কথিত আছে যে শকুন্তলা বিশ্বামিত্র ঋষির ঔরসে মেনকা নাম্নী অপ্সরার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মেনকা তাঁহাকে প্রসব করিয়া বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু অধুনা তিনি স্বগর্ভজাতা তনয়াকে প্রত্যাদেশ বিমানিতা ও করুণপরিদেবিনী দেখিয়া স্নেহবতী হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বিমানারোহণে সুমেরু শিখরে সুরাসুরগুরু কশ্যপ মহর্ষির আশ্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। রাজপুরোহিত ও তত্রত্য অন্যান্য লোক সকল এই আশ্চর্য্য ব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করিলেন।

শকুন্তলা সুরালয়ে অবস্থান করিয়া নিরূপিত কালে এক চক্রবর্ত্তিলক্ষণোপেত তনয়* প্রসব করিলেন। কশ্যপমুনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী অদিতি তাঁহার প্রতি সাতিশয় যত্ন ও স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি মলিনবসনা, শুদ্ধশীলা ও স্থণ্ডিলশায়িনী হইয়া প্রিয়তমের বিরহব্রত পালন করিতেন। কিয়ৎকাল পরে কোন আশ্চর্য্য ঘটনা ক্রমে দুর্ব্বাসা মুনির শাপাবসান হওয়াতে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পুনর্ব্বার স্মরণ করিয়াছিলেন। তদ্বিবরণ এই।

এক দিবস রাজা দুষ্মন্ত সভাসদগণবেষ্টিত ও রত্ন

---

* এই পুত্রের নাম ভরত তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত নৃপতি হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারে এই দেশকে অদ্যাবধি ভারতবর্ষ কহা যায়।

সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করিতেছেন এমৎ সময়ে নগরপাল আসিয়া আবেদন করিল। মহারাজ অদ্য আমি জালুক ও সূচিক নামক দুই জন রক্ষক সমভিব্যাহারে রাজপথে ভ্রমণ করিতেং দেখিলাম যে এক ব্যক্তি একটি মহামূল্য অঙ্গুলিমুদ্রা লইয়া মণিকারের বিপণিতে বিক্রয় করিতে যাইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে চৌর জ্ঞানে বন্ধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তুই এই মহারত্নভাসুর উৎ-কীর্ণনামাক্ষর অঙ্গুরীয়ক কোথায় পাইলি" সে সভয়ে উত্তর করিল "আমি শক্রাবতারবাসী ধীবর। প্রত্যহ জালবড়িশ প্রভৃতি উপায় দ্বারা মৎস্য বন্ধন করিয়া পুত্রকলত্রাদির ভরণ পোষণ করি। দৈবায়ত্ত এক দিবস একটি রোহিত মৎস্য পাইয়াছিলাম এবং তাহা খণ্ডং করিয়া তদীয় উদর মধ্যে এই অঙ্গুরীয়ক পাইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছি এক্ষণে প্রহারই কর অথবা বধ কর"। তাহার এই বাক্য শুনিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিল যেহেতুক এই অঙ্গুরীয়কে আমিষের গন্ধ আছে। কিন্তু তাহাকে দুইজন প্রহরির হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাজের নিকট সমাচার প্রদান করিতে আসিয়াছি। অতএব যাহা আজ্ঞা হয়।

রাজা এই সমস্ত আকর্ণন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হই-লেন এবং নগররক্ষকের হস্ত হইতে অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাহা দর্শন করিবা মাত্র অকারণে বিপ্রকৃতা মুনিদুহিতার প্রণয় বৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতি পথারূঢ় হইল তাহাতে তিনি চিন্তাকুল হইয়া বার-ম্বার অঙ্গুরীয়কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন যে ধীবরকে সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক দিয়া বিদায় কর।

জালজীবী পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে স্বগৃহালয়ে গমন করিল। কিন্তু রাজা পুনঃ২ দীর্ঘ-শ্বাস পরিত্যাগ করিতে২ মনে২ কহিতে লাগিলেন হায়! আমি কি নিষ্ঠুর যে হেতুক তাদৃশী প্রণয়ি-ণীকে অকারণে পরিত্যাগ করিলাম। যাহার প্রতি আসক্ত হইয়া আমি রাক্ষস বধকৈতবে তপোবনে গমন করিয়া ছিলাম! যাহার নিকট পুণ্যাশ্রমে শপথ করিয়া পাণিদানের প্রার্থনা করিয়া ছিলাম! যাহার প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া তপোবনে বর্ণনাতীত আনন্দানুভব করিয়াছিলাম সেই মদেকশরণা অন-পরাধিনী কুলকামিনীকে অনায়াসে অস্বীকার করি-লাম। আহা! সেই সুন্দরী এক্ষণে কি মনে করিতেছে। আমার এই অপবাদ জগদ্ব্যাপী হইল।

ধর্ম্ম পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুকুলে কলঙ্ক করিলাম। এক্ষণে তাহার তত্ত্ব কোথায় পাইব।

নরপাল এই রূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেং কাল যাপন করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যানুশীলনে একেবারে বিরত হইলেন। মহামূল্য পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন; যথাকালে প্রাণধারণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ নীরস ও নিকৃষ্ট দ্রব্য আহার করিতেন এবং অহোরাত্র কেবল দীর্ঘশ্বাস সহকারে শকুন্তলার নাম উচ্চারণ করিতেন।

ক্রমেং দুই তিন বৎসর বিগত হইল। এক দিবস অবনীনাথ প্রমদকাননে বিদূষকের সহিত কথোপকথন করিতেছেন এমৎসময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। রাজা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতলি কহিলেন মহারাজ আপনার সখা সুররাজ আমাকে আপনকার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন কি নিমিত্তে? মাতলি কহিলেন কালনেমি নামা দুর্জ্জয় দানবের সন্তান সকল পিতামহের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদশলোকে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে তাহারা দেবরা-

ক্ষের অবধ্য; অতএব আপনি অবিলম্বে শরাসন গ্রহণ করিয়া আমার সহিত অন্তরযানে আরোহণ করুণ। রাজা কহিলেন আমি দেবর্ষি নারদ প্রমুখাৎ দনুজগণের বৃত্তান্ত শ্রুত আছি। অধুনা তাহাদিগের দৌরাত্মের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।

অনন্তর রাজা মহেন্দ্র সূত সমভিব্যাহারে দেব লোকে উত্তীর্ণ হইয়া শুক্রশিষ্য গণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিলেন। পরিশেষে দৈত্যগণ পরাভূত হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে অপক্রম করিল। ভূপাল বৈরনির্যাতন সম্পন্ন করিয়া ত্রিবুধাধিপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শচীপতি পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সম্মানার্থে অমর গণের সমক্ষে অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়া গলদেশে পারিজাত পুষ্পের মালা প্রদান করিলেন। তৎকালে বিদ্যাধরীগণ চামর ব্যজন করিতে লাগিল। মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্নরীগণ পঞ্চমস্বরে গানারম্ভ করিল এবং গন্ধর্ব্ব গণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর রাজা মর্ত্তলোকে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার মাতলির সহিত আকাশযানে আরোহণ

করিলেন এবং সুরলোকের শোভা সন্দর্শন করিতেং ক্রমেং হেমকুট পর্ব্বতের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন " এই পূর্ব্বাপর সমুদ্রের মধ্যস্থ সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ সুবর্ণ পর্ব্বতের নাম কি? মাতলি কহিলেন উহার নাম সুমেরু পর্ব্বত এই স্থলে মরীচিমুনির পুত্র কশ্যপ যাঁহা হইতে দেব দানব মনুষ্য প্রভৃতি সকলেরই উৎপত্তি হইয়াছে তিনি সস্ত্রীক তপস্যা করিতেছেন। রাজা কহিলেন তবে এই স্থানে অবতরণ করা যাউক্ আমি মহামুনির পাদ বন্দন করিয়া মানব জন্ম সফল করিব।

তদনন্তর রাজা ও মাতলি রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মাতলি কহিলেন মহারাজ এই অশোক বৃক্ষের ছায়াতে বিশ্রাম করুন। আমি মুনিরাজের নিকট নিবেদন করিতেছি। মাতলি প্রস্থান করিলে রাজা একাকী বসিয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন করিতে লাগিল। রাজা আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন হে বাহো তুমি কি নিমিত্তে স্পন্দন করিতেছ আমি আপনার মঙ্গল আপনি পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দুঃখ ভোগ করিতেছি।

মহীপাল এই রূপ স্বাবমাননা করিতেছেন এমত সময়ে দুই জন তাপসী একটি বালক সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। বালক অকুতোভয়ে এক সিংহশাবকের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। রাজা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া তাপসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই পুত্র কাহার? তপস্বিকন্যা উত্তর করিল ইনি কোন পুরুবংশীয় নৃপতির পুত্র ইহাঁর মাতা মেনকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম শকুন্তলা। তিনি পতি কর্তৃক বিপ্রকৃতা হইয়া কশ্যপমুনির তপোবনে প্রসৃতা হইয়াছিলেন। এই সকল শ্রবণ করিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার পিতার নাম কি? মুনিতনয়া উত্তর করিলেন আমরা সেই ধর্ম্মদার ত্যাগির নাম কীর্ত্তন করিতে পরিব না। পরে ঐ বালকের মণিবন্ধ হইতে কশ্যপ মুনির প্রদত্ত রক্ষাকাণ্ড পরিভ্রষ্ট হইলে রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। তাঁহাতে তাপসীদ্বয় আশ্চর্য্যাভিভূত হইয়া কহিলেন মহাশয় ভগবান্ কশ্যপ এই বালকের জাতকর্ম্ম সময়ে এই অপরাজিতা নামে সুরমহৌষধী দিয়াছিলেন ইহা ভূমিতে পতিত হইলে মাতা ও

পিতা ভিন্ন অন্য কেহ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ ভুজঙ্গরূপে তাহাকে দংশন করে কিন্তু আপনি গ্রহণ করিলেন তাহাতে কিছুই হইল না। রাজা কহিলেন তোমরা সন্দেহ করিও না আমার নাম রাজা দুষ্মন্ত আমি দুর্ম্মতিপরতন্ত্র হইয়া গর্ভবতী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

রাজার এই কথা শুনিয়া তাপসীদ্বয় আহ্লাদিত হইয়া শকুন্তলার নিকট সমাচার প্রদান করিতে চলিল। শকুন্তলা চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমের আগমন সম্বাদে পুলকান্বিতা হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার পাদদ্বয়ে পতিত হইয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পতিব্রতা সতী পতিকে পরম গুরু জানিয়া অনায়াসে অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।

অনন্তর রাজা ধর্ম্মপত্নীসমাগম ও পুত্রমুখ দর্শন দ্বারা আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইয়া কশ্যপ মহর্ষি ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী অদিতিকে প্রণাম করিলেন তাঁহারা তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "বৎস দীর্ঘজীবী হইয়া পৃথিবীর পালন কর"। তৎকালে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান্ আপনি সর্ব্বজ্ঞ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করি আমি

কণ্বমুনির ধর্ম্মকাননে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলাম পরে তিনি আমার নিকট বন্ধুগণ কর্ত্তৃক আনীতা হইলে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অঙ্গুরীয়ক দর্শন মাত্র তাবদ্বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। . মুনিবর কহিলেন বৎস তোমার অপরাধ নাই দুর্ব্বাসা মুনির শাপ হেতুক ইহা ঘটিয়াছে। অতএব এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া ধর্ম্মশীলা ধর্ম্মপত্নীকে গ্রহণ কর।

তদনন্তর রাজা স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে বিমানারোহণে হস্তিনা নগরে উপনীত হইলেন। পুরবাসিগণ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। শকুন্তলা প্রধানা মহিষী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

ভ্রমশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২	সুধাংশুকলার দিনং	সুধাংশুকলার ন্যায় দিনং
৪	২১	রুষিতনয়া	ঋষিতনয়া
৫	৪	আপনায়	আপনার
৮	১০	রুষি	ঋষি
ঐ	১৩	সখীরা	সখিরা
৯	১	ধর্ম্মাচ	ধর্ম্মাচরণ
১৮	২১	উপায়	উপায়
২৩	২	ক্ষণনাত্র	ক্ষণমাত্র
৩০	১৬	ধর্ম্মকানীয়সী	ধর্ম্মকনীয়সী
৩৫	১০	সখীদ্বয়	সখিদ্বয়
৪৭	১৬	নময়ে	সময়ে